সংবাদ বিবৃতি

রানা প্লাজা শ্রমিক হত্যা দিবস স্মরণ ও শ্রমিকদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরামের আহবান

আগামীকাল ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একসাথে সবচেয়ে বেশিসংখ্যাক শ্রমিক হত্যা হয়েছিল যে দূর্ঘটনার মাধ্যমে সেই মর্মান্তিক 'রানা প্লাজা' দিবসের ৭ম বর্ষপূর্তি। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সে দিন সাভারে রানা প্লাজার আটতলা ভবন ধ্বসে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল ১ হাজার ১৩৬ জন শ্রমিকের। নিখোঁজ হয়েছিলেন ৩০০ জনের বেশি শ্রমিক এবং আহত হয়েছিলেন ২ হাজার ৫০০ শত শ্রমিক। আমারা বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম গভীর শ্রদ্ধার সাথে নিহত শ্রমিকদের স্মরণ করছি একই সাথে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা ক্ষোভের সাথে জানাচ্ছি যে, এই দূর্ঘনার ৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও ঘটনার সাথে জড়িত রানাসহ অন্যান্যদের এখনও যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও উচ্চ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত সরকারি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নিহত ও নিখোঁজ প্রত্যেক শ্রমিকের পরিবার এবং স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং আহত হওয়ার ধরন অনুযায়ী শ্রমিকদের দেড় লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে সাত লাখ টাকা প্রদানের সুপারিশ থাকলেও মালিক পক্ষ তা অবজ্ঞা করেছে। আহত শ্রমিকদের ভেঙে ভেঙে কিছু টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে তবে সেটা জীবন চালানোর মতো কাজে আসেনি। আমরা অবিলম্বে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারের মাধ্যমে মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা শ্রমিক হত্যার এই মর্মন্তদ দিনে আরো লক্ষ্য করছি যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ঙ্কর মহামারীর সম্মুখীন হয়ে পুরো পৃথিবী যখন লকডাউনে রয়েছে তখনও আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এছাড়া শিল্প পুলিশের তথ্য মতে বাংলাদেশের শ্রমঘন ৬টি এলাকার ৮১৭ কারখানায় মার্চ মাসের বেতন প্রদান করা হয়নি, যার মধ্যে ২৬৩টি পোশাক কারখানা। এছাড়া বিরাটসংখ্যক কারখানা লে অফ ঘোষণা করা হয়েছে, শ্রমিক ছাটাইও অব্যাহত রয়েছে। আমার মনে করি করোনা সঙ্কটকালে যখন মালিক পক্ষ শ্রমিকদের পাশে দাড়ানোর কথা তখন উল্টো তারা পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় আমরা সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবী জানাচ্ছি।

১. করোনা সঙ্কটকালীন সময়ে অযাচিত কারখানা, লেঅফ, শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে হবে
২. অবিলম্বে সকল কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন প্রদানে সরকারকে কারখানাগুলোকে চাপ দিতে হবে
৩. লকডাউন চলাকালীন পর্যন্ত পূর্ণ বেতনসহ সকল কারখানা অবিলম্বে বন্ধ ঘোষণা ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে
৪. যেসকল কারখানা চিকিৎসা নিরাপত্তা উপকরণ তৈরির সাথে যুক্ত সেগুলোতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
৫. প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে যাতে শ্রমিকদের কল্যানে বরাদ্দ থাকে তা নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে হবে
৬. পোশাক শ্রমিকদের বকেয়া বেতনসহ অগ্রিম বেতন প্রদান ও আপদকালীন কয়েক মাসের জন্য সাপ্তাহিক রেশনিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে
৭. করোনা আপদকালীন সময়ে শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া মওকুফ/বিলম্বিত করার জন্য মালিকপক্ষকে সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।
৮. রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহদের পরিবার ও আহতদের সরকারি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদানে মালিক পক্ষকে বাধ্য করতে হবে
৯. আহত শ্রমিকদের যথাযথ শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে
১০. রানা প্লাজা দুর্ঘনায় ভবন মালিক রানা সহ জড়িত অন্যান্য সকলের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে
১১. রানা প্লাজা দূর্ঘটনাস্থলে একটি স্থায়ী শহীদ বেদী স্থাপনের সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে

ধন্যবাদান্তে

জাকির হোসেন, সদস্য সচিব,
বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম
০১৭১৩০৮১৮৫২